অসুস্থ ও অপুষ্টিতে ভোগা শিশুদের মৃত্যু ঝুঁকি হ্রাস করা

নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশসমূহে ডায়রিয়া, নিউমোনিয়া, মারাত্মক সংক্রমণ ও ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত অবস্থায় এবং এসব রোগের পরবর্তী সময়ে শিশু মৃত্যুর উচ্চ ঝুঁকি দেখতে পাওয়া যায়। চাইল্ডহুড অ্যাকিউট ইলনেস অ্যান্ড নিউট্রিশন ("চেইন") নেটওয়ার্ক শিশু চিকিৎসার উন্নয়ন করতে এবং যেসব কারণে তাদের মৃত্যুর ঝুঁকি বাড়ে তা জানতে ইচ্ছুক। চেইন গবেষণা প্রকল্প:

-আফ্রিকার চারটি এবং দক্ষিণ এশিয়ার দু'টি দেশে মোট নয়টি হাসপাতালে ভর্তি হওয়া ২ থেকে ২৩ মাস বয়সী অসুস্থ শিশুদের গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত করে।

-শিশুদের চিকিৎসা, পুষ্টি এবং সামাজিক অবস্থা-সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করে।

-গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত শিশুদেরকে হাসপাতালে থাকাকালীন ও হাসপাতাল ছাড়ার পর ছয় মাস পর্যন্ত ফলো-আপের ব্যবস্থা করে।

শিশু ও পরিচর্যাকারী যারা স্বেচ্ছায় এই গবেষণায় অংশগ্রহণ করেছে, স্থানীয় জনগোষ্ঠি এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের সদস্য, এবং বিশ্বব্যাপী স্বাস্থ্যকর্মী ও গবেষকদের নেতৃত্ব, সম্পৃক্ততা ও সহযোগিতার ফলে চেইন গবেষণাটি পরিচালনা করা সম্ভব হয়েছে।

চেইন গবেষণালব্ধ ফলাফল - সমাজের সকলের জন্য

মূল ঝুঁকি এবং জটিলতাসমূহ

হাসপাতালে / হাসপাতাল থেকে ছাড়ার পর মৃত্যু

অসুস্থ শিশু যারা খুব শুকনো (অপুষ্ট) তাদের ক্ষেত্রে হাসপাতালে থাকা অবস্থায় বা ছাড়া পাওয়ার পর শুকনো নয় এমন শিশুদের চেয়ে মৃত্যুর ঝুঁকি পাঁচ গুণ বেশি।

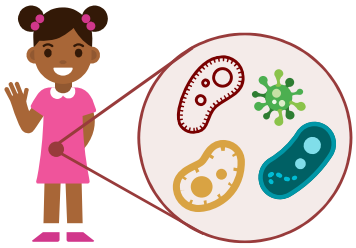

হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর শিশুরা অসুস্থতা থেকে সেরে উঠেছে বলে মনে হতে পারে, কিন্তু তারা দুর্বল থাকে এবং তাদের মধ্যে সংক্রমণের সম্ভাবনা থাকে। চেইন গবেষণায় দেখা গেছে, নিবন্ধিত মৃত্যুর অর্ধেকই হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর ঘটেছে।

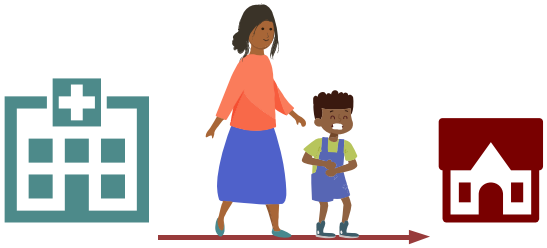

কিছু অসুস্থ শিশু হাসপাতাল ছাড়ার মতো অবস্থায় পৌঁছানোর আগেই হাসপাতাল ছেড়ে চলে যায়। চেইন গবেষণায় দেখা গেছে যে, যেসব শিশু চিকিৎসকের পরামর্শ না মেনে হাসপাতাল ত্যাগ করে তাঁদের মধ্যে মৃত্যুর সম্ভাবনা দ্বিগুণ।

স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব বিস্তারকারী কারণসমূহ

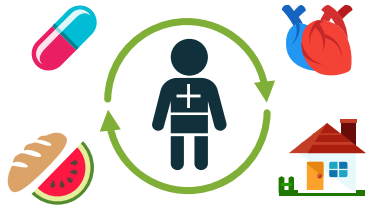

অপুষ্ট শিশুরা শুধুমাত্র খাবারের অভাবেই রোগে ভোগে না। তাদের পুষ্টি, স্বাস্থ্য এবং মৃত্যু ঝুঁকি তাদের পরিচর্যাকারীর সামাজিক ও পারিবারিক পরিস্থিতির দ্বারাও প্রভাবিত হয়।

ভর্তি

পরিপূর্ণ সেবা

হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়া

বাড়িতে ফিরে যাওয়া

মূল বার্তা সমূহ

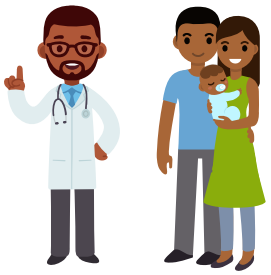

নিউমোনিয়া এবং ডায়রিয়ার মতো রোগের ঝুঁকি কমাতে শুকনো বা ঠিকমতো বাড়ছে না এমন শিশুদেরকে চিকিৎসকের কাছে নেয়া।

হাসপাতাল ত্যাগ পরবর্তী মৃত্যু এড়াতে হাসপাতাল ছাড়ার সঠিক সময় সম্পর্কে চিকিৎসকের পরামর্শ মেনে চলতে হবে। হাসপাতাল ত্যাগের সময় ফলো আপ পরিদর্শন প্রয়োজন কিনা এবং কিভাবে মারাত্মক লক্ষণ সমূহ, যেমন:

- ঝিমুনি
- ঠিকমতো খেতে না পারা
- শ্বাসকষ্ট
- ক্রমাগত বমি

চেনা যায় সে সম্পর্কে চিকিৎসকে জিজ্ঞেস করতে হবে।

বাসায় ফিরে আসার পর শিশুদেরকে সুস্থ মনে হলেও তারা ঝুঁকির মধ্যে থাকে। মারাত্মক লক্ষণগুলো দেখা গেলে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

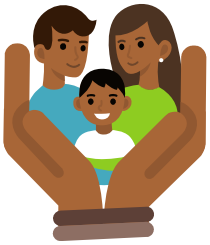

স্বাস্থ্যবান বাবা-মা এবং পরিচর্যাকারীরা সুস্থ শিশু গড়ে।

নিজের এবং পরিবারের সদস্যদের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে খাদ্য ও চিকিৎসা সেবাসহ অন্যান্য বিষয়ে সচেষ্ট হওয়া।